অষ্টম অধ্যায়

বিষয়সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
অক্ষরব্রহ্ম -যোগ	১৬১
অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে অর্জুনের প্রশ্ন	১৬২
ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ	১৬৩
মৃত্যুকালে ভগবৎ-স্মরণ	১৬৪
ভগবানকে স্মরণ কর, যুদ্ধও কর	১৬৫
ভগবানের স্বরূপ ও তাঁকে প্রাপ্তির পথ	১৬৬
ভগবান অনন্যচিত্ত ভক্তের কাছে সুলভ	১৬৮
ভগবানকে লাভ করলে আর দুঃখময় জগতে পুনর্জন্ম হয় না	১৭০
জড়া প্রকৃতির নশ্বরতা— ব্রহ্মার দিন-রাত্রি	১৭১
ভগবানের শ্রেষ্ঠ, অবিনাশী চিন্ময় প্রকৃতি	১৭২
ভগবান কেবল অনন্য ভক্তির দ্বারা লভ্য	১৭৩
দেহত্যাগের বিভিন্ন কাল	১৭৪
ভক্তিযোগীর সমস্তই লভ্য	১৭৬

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্ম-যোগ

সংক্ষিপ্তসার

অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলেন। তারপর কিভাবে তাঁকে লাভ করা যায় তা তিনি ব্যাখ্যা করলেন। দেহান্তকালে যার যেমন মানসিক ভাব থাকে, সে পরবর্তী জীবনে তদুপযোগী দেহ লাভ করে। সেইজন্য মৃত্যুকালে তাঁকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করলে শ্রীকৃষ্ণের মতই শাশ্বত চিন্ময় দেহ লাভ করা যায় এবং তাঁর ধামে তাঁকে লাভ করা যায়। সেই জন্য সর্বদা অনন্যচিত্তে তাঁকে স্মরণ করার অভ্যাস করতে হয়—সমস্ত কর্তব্যকর্মের মধ্যেও।

বেদবিৎগণ ওঙ্কার উচ্চারণ করতে করতে দেহত্যাগ করে ব্রহ্ম লাভ করেন। কিন্তু যে ভক্ত অনন্যচিত্তে অনুক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করেন, তিনি সহজেই তাঁকে লাভ করেন। ভগবান ও ভগবৎ-ধাম লাভ করলে আর এই জন্ম-মৃত্যুময় সংসারে ফিরে আসতে হয় না।

ব্রহ্মার দিনে জীবগণ ব্যক্ত অবস্থা লাভ করে, আর রাত্র সমাগমে পুনরায় বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে অব্যক্ত অবস্থা লাভ করে। জড়া প্রকৃতির থেকে উৎপন্ন এই জড় জগৎ এইভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে ব্যক্ত বা প্রকাশিত ও অব্যক্ত বা অন্তর্হিত হতে থাকে, এইভাবে তরঙ্গাকারে চলতে থাকে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তিদ্বারা প্রকাশিত আরেকটি দিব্য জগৎ রয়েছে, সেটি কখনো অব্যক্ত বা বিনষ্ট হয় না। সেই চিন্ময়-জগৎ নিত্য, অপরিবর্তনীয়। সেটিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম, সনাতন ভগবদাবাস। একমাত্র ভক্তিযোগীগণই সেই পরম ধামে প্রবেশ করতে সক্ষম হন।

● অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে অর্জুনের প্রশ্ন

শ্লোক ১-২

অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন—হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম বলতে কি বোঝায়? কর্ম কি? অধিভূত কি? আর অধিদৈবই বা কাকে বলা হয়?

হে মধুসূদন! অধিযজ্ঞ কে, এই দেহে কিভাবেই বা তিনি অবস্থান করেন? আর ভক্তিযোগে যুক্ত আত্মসংযমী ব্যক্তিগণ মৃত্যুকালে কিভাবে আপনাকে জানতে পারেন?

বিশ্লেষণ

এই অধ্যায়ে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরদানের মাধ্যমে ভগবান অধ্যাত্ম বা আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে, কর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে, যোগসূত্র এবং শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির ব্যাখ্যা করেছেন।

অর্জুন এখানে শ্রীকৃষ্ণকে পুরুষোত্তম বলে সম্বোধন করেছেন, অর্থাৎ অর্জুন জানেন যে, যাঁকে তিনি প্রশ্ন করছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাঁর সখামাত্র নন, তিনি সর্ব দেবদেব সর্বাধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবানও।

অধিযজ্ঞ শব্দের অর্থ হচ্ছে যজ্ঞের অধীশ্বর। শ্রীবিষ্ণু ও ইন্দ্র উভয়েই হচ্ছেন যজ্ঞের অধীশ্বর, পরিচালক। দেব-দেবীদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন ইন্দ্র, আর শ্রীবিষ্ণু সমস্ত দেব-দেবী এমন কি ব্রহ্মা ও শিবেরও অধীশ্বর। অর্জুন জানতে চান যে, যজ্ঞের প্রকৃত প্রভু কে।

অর্জুন আরও জানতে চান, মৃত্যুর সময় ভক্তগণ কিভাবে ভগবানকে স্মরণ করতে পারেন, কারণ তখন দেহ, মন অত্যন্ত বিকল হয়ে পড়ে। মহাভাগবত সম্রাট কুলশেখর তাই একটি অনবদ্য শ্লোকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছেন, "হে ভগবান! এখন আমার শরীর সুস্থ, মন তোমার চিন্তায় নিয়োজিত। তাই এখনই আমার মৃত্যু হোক, তা হলে আমার মন-রূপ রাজহংসটি তোমার শ্রীচরণরূপ কমলে আশ্রয় লাভ করতে পারে। শরীর জীর্ণ ও বিকল হলে হয়ত তা সম্ভব হবে না, তাই হে ভগবান! এখনই আমার মৃত্যু হোক।"

শব্দার্থ ঃ অক্ষর—বিনাশ রহিত

● ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম, অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ

শ্লোক ৩-৪

শ্রীভগবান বললেন—অবিনাশী, চিন্ময় জীব-সত্তাকে ব্রহ্ম বলা হয়, তার চিরন্তন প্রকৃতি বা স্বভাবকে অধ্যাত্ম বলে। আর যে ক্রিয়াকলাপের ফলে জীবসত্তাসমূহের জড় দেহের উদ্ভব ও বিকাশ হয়, তাকে বলা হয় কর্ম।

হে অর্জুন! নিয়ত পরিবর্তনশীল জড়া প্রকৃতিকে অধিভূত বলা হয়। সমস্ত দেবতাদের সমষ্টিরূপ বিরাট পুরুষ হচ্ছেন অধিদৈব। আর দেহধারী প্রতিটি জীব-হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজিত আমিই অধিযজ্ঞ।

বিশ্লেষণ

ব্রহ্ম হচ্ছে নিত্য, অবিনশ্বর। জীব, জীবাত্মা হচ্ছে **ব্রহ্ম**, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, জীব ভগবান। জীব ব্রহ্ম, কিন্তু ব্রহ্মেরও অতীত হচ্ছে পরব্রহ্ম। আর পরব্রহ্ম বলতে পরমেশ্বর ভগবানকে বোঝায়।

জীবের সীমিত স্বাধীনতার ব্যবহার অনুসারে দু'রকম গতি

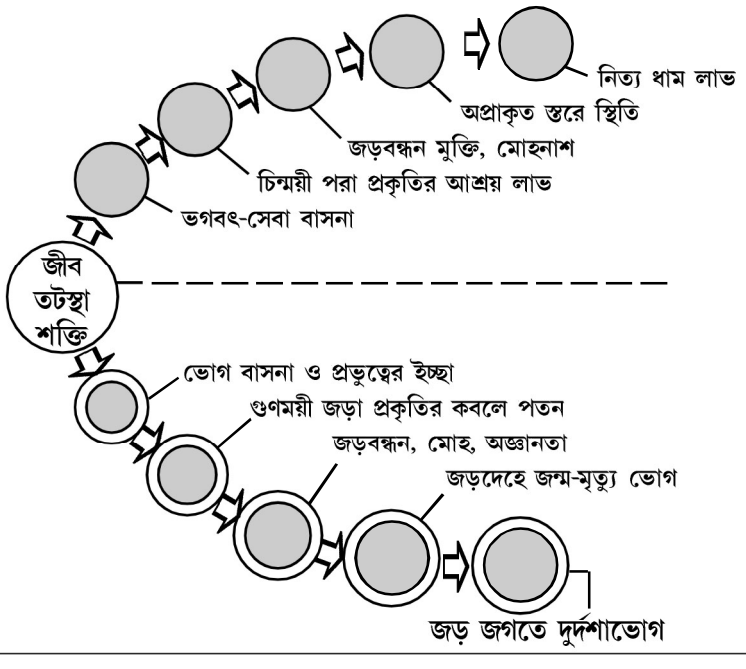

অপরা জড়া প্রকৃতিতে জীব যখন আবদ্ধ হয়, তখন সে জড়া প্রকৃতিজাত ৮৪ লক্ষ প্রজাতির বিভিন্ন জড় দেহ গ্রহণ করে, আর জড় জগতের উপর আধিপত্য করতে চায়। কিন্তু যখন তার আদি চেতনা কৃষ্ণভাবনা লাভ করে, তখন সে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়।

এইভাবে জীব তার ইচ্ছা অনুসারে প্রভুত্ব করার বাসনা করে অপরা প্রকৃতির কবলিত হয়ে অন্ধকারময় জড় জগতে অধঃপতিত হতে পারে, আবার ভগবানের প্রতি ভক্তিময় সেবানুশীলনের মাধ্যমে পরা প্রকৃতির সাহায্যে অপ্রাকৃত জগতে উন্নীত হতে পারে। এই জন্য জীবকে বলা হয় তটস্থা শক্তি। শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসাই জীবের চিরন্তন স্বভাব। জীবের এই স্বভাবকে বলা হয় **অধ্যাত্ম**।

বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করলে স্বর্গ লাভ হয়। কিন্তু পুণ্য শেষ হলে আবার এই জগতে ফিরে আসতে হয়। তাই যজ্ঞাদি কর্ম হচ্ছে সকাম কর্ম। ভক্ত সকাম কর্মে আকৃষ্ট নন। সকাম **কর্মের** ফলে বারবার জড় দেহ ধারণ করতে হয়।

জড়া প্রকৃতি পরিবর্তনশীল। জড় শরীর জড়া প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট। প্রতিটি জীবের জড় দেহ সদা পরিবর্তনশীল। জড় শরীরের পরিবর্তনের ছয়টি অবস্থা রয়েছে — (১) জন্ম (২) বৃদ্ধি (৩) কিছুকাল স্থিতি (৪) প্রজনন (৫) ক্ষয় (৬) বিনাশ। এই সৃষ্টি-ধ্বংসময় জড়া প্রকৃতিকে বলা হয় **অধিভূত**।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অংশ-প্রকাশ অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে জীবহৃদয়ে বাস করছেন। তিনি জীবকে তার কাজের স্বাধীনতা দেন এবং তাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করেন। জীবহৃদয়ে বিরাজমান ভগবানের এই পরমাত্মা-রূপকে বলা হয় **অধিযজ্ঞ**। এ ছাড়া সমস্ত দেবতা-সমন্বিত যে বিরাট পুরুষ, যা ভগবানের সুমহান বিশ্বরূপ, তা হচ্ছে **অধিদৈব**। কনিষ্ঠ ভক্ত প্রথমে ভগবানের এই বিরাটরূপের ধ্যান অভ্যাস করেন।

● মৃত্যুকালে ভগবৎ-স্মরণ

শ্লোক ৫-৬

যিনি মৃত্যুকালে কেবল আমাকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাব প্রাপ্ত হন। এতে কোন সন্দেহ নেই।

মৃত্যুকালে যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি দেহান্তে সেই ভাবযুক্ত তত্ত্বকেই লাভ করে থাকেন।

বিশ্লেষণ

জীব সারা জীবন যেমন কর্ম করে, মৃত্যুকালে সেই কর্মজনিত সংস্কার অনুসারে তার সেই রকম চিন্তার উদয় হয়। আর যে রকম ভাব নিয়ে সে দেহত্যাগ করে, দেহান্তে তদনুসারে সে আর একটি দেহ লাভ করে।

ভরত মহারাজ তাঁর রাজ্য পরিত্যাগ করে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে বনে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে একটি হরিণ-শিশুর প্রতি স্নেহাবিষ্ট হয়ে, মৃত্যুকালে সেই হরিণটির কথাই স্মরণ করতে থাকেন। ফলে মৃত্যুর পর তিনি একটি হরিণ-দেহ প্রাপ্ত হন। জীবনে দেহত্যাগকালীন চিন্তাধারার বিষয়টি তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপরের শ্লোক দুটিতে কৃষ্ণভাবনার গুরুত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে। জীবনের শুরু থেকে কৃষ্ণভাবনা অনুশীলন করতে হয়, ফলে মৃত্যুকালের কঠিন সময়টিতেও কৃষ্ণ স্মরণ সম্ভব হয়। এর জন্য প্রথম থেকেই শুদ্ধ-সাত্ত্বিক কৃষ্ণভাবনাময় জীবন যাপনের অভ্যাস করতে হয়। সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় ও তাঁর অপ্রাকৃত সেবায় দেহ ও মনকে মগ্ন রাখলে, পরবর্তী জন্মে শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম অপ্রাকৃত জগতে চিন্ময় শরীর লাভের সৌভাগ্য হয়।

বদ্ধ অবস্থায় জীব অশুদ্ধ, কারণ সে অপরা প্রকৃতির বশীভূত। দেহত্যাগকালে কৃষ্ণস্মরণের মাধ্যমে পরা প্রকৃতি অর্থাৎ চিন্ময় ভাব লাভ করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন শুদ্ধের মধ্যে শুদ্ধতম, চিন্ময়। অন্তকালে কৃষ্ণস্মরণের মাধ্যমে জীবও শ্রীকৃষ্ণের ভাব অর্থাৎ শুদ্ধ চিন্ময় স্বরূপ লাভ করতে পারে। কিন্তু যে সব জীব অশুদ্ধ, তারা দেহত্যাগকালে ভগবানকে স্মরণ করতে পারে না।

অবিরাম দিব্য শব্দতরঙ্গ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করাই হচ্ছে সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত ও শুদ্ধ হওয়া এবং দেহান্তে অপ্রাকৃত ভগবৎ-ধামে ফিরে যাবার একমাত্র উপায়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষানুসারে তাই তৃণের থেকে দীন ও তরুর থেকে সহিষ্ণু হয়ে এবং অমানীকেও মান দান করে কেবল সর্বক্ষণ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা উচিত।

● ভগবানকে স্মরণ কর, যুদ্ধও কর

শ্লোক ৭-৮

অতএব, হে অর্জুন! তুমি সর্বক্ষণ আমাকে স্মরণ কর, সেই সঙ্গে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধও কর। এইভাবে তোমার মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত হলে, তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হবে। এতে কোন সন্দেহ নেই।

হে পার্থ! অভ্যাস যোগে যুক্ত হয়ে যিনি অনন্যচিত্তে পরমপুরুষ রূপে আমাকে ধ্যান করেন, যাঁর মন সর্বক্ষণ আমার চিন্তায় নিমগ্ন, তিনি নিশ্চিতভাবেই আমাকে প্রাপ্ত হবেন।

বিশ্লেষণ

অর্জুনের প্রতি ভগবানের এই উপদেশ সকল জড় বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের প্রতি প্রযোজ্য। তিনি অর্জুনকে বলছেন "আমাকে স্মরণ কর, সেই সঙ্গে যুদ্ধও কর।"

অতএব মানুষকে তার কর্তব্যকর্ম বর্জন করার দরকার নেই। কর্তব্যকর্ম করার সাথে সাথে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে। এর ফলে মন-বুদ্ধি কলুষমুক্ত হয়ে ক্রমশ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে নিবিষ্ট হবে। শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তনের ফলে কৃষ্ণস্মৃতি পুনর্জাগরিত হবে, এবং জিহ্বা, কান ও মন স্বতঃই ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হবে। দিব্যনাম কীর্তনের মাধ্যমে এই ধ্যান খুব সহজ এবং এইভাবে নিশ্চিতভাবে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়।

এই বিষয়ে শুঁয়োপোকার দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। শুঁয়োপোকা সর্বক্ষণ প্রজাপতির চিন্তা করতে থাকে, আর গুটির মধ্যে তার দেহ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে এই জীবনেই প্রজাপতিতে পরিণত হয়। এইভাবে আমরাও সর্বক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মন-বুদ্ধিকে নিমগ্ন করলে দেহান্তে শ্রীকৃষ্ণের মতো দিব্য দেহ লাভ করতে পারব।

● ভগবানের স্বরূপ ও তাঁকে প্রাপ্তির পথ

শ্লোক ৯-১০

সেই পরম পুরুষ ভগবানের ধ্যান করা উচিত, যিনি হচ্ছেন সর্বজ্ঞ, সনাতন, যিনি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সমস্ত কিছুর ধারক, যিনি সমস্ত জড় বুদ্ধির অতীত অচিন্ত্য পুরুষ। তিনি সূর্যের মতো জ্যোতিষ্মান, দিব্য এবং এই জড়া প্রকৃতির অতীত।

যিনি মৃত্যুকালে যোগবলের দ্বারা প্রাণবায়ুকে ভ্রূযুগলের মধ্যে ধারণ করে, পূর্ণ ভক্তি সহকারে স্থির মনে ভগবানকে স্মরণ করতে করতে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

বিশ্লেষণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোন মহান মানব নন বা বিখ্যাত ঐতিহাসিক পুরুষ মাত্রও নন। তাই কিভাবে উপযুক্ত শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম সহকারে তাঁর চিন্তা করা উচিত, তা এখানে বর্ণিত হয়েছে। ভগবান হচ্ছেন শ্রীরাম বা শ্রীকৃষ্ণ রূপধারী জড়া প্রকৃতির অতীত তেজোময় দিব্য পুরুষ। তিনি সর্বজ্ঞ; অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—সর্বকাল সম্বন্ধে তিনি অবগত। তিনি আদি পুরাণ পুরুষ—সব কিছুই তাঁর থেকে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তিনি কোন কিছু থেকে প্রকাশিত হননি, কেননা তিনিই সব কিছুর কারণ। সমস্ত জগতের তিনিই পরম নিয়ন্তা ও পালক।

তিনি সূক্ষ্ম থেকেও সূক্ষ্ম। কেশাগ্রের দশ হাজার ভাগের একভাগ একটি জীবাত্মার মধ্যেও তিনি অবস্থান করতে পারেন। পরমাণুর মধ্যেও তিনি অবস্থান করছেন। তাই তিনি সর্বব্যাপ্ত।

বিশাল অন্তহীন গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জ তাঁরই অচিন্ত্য শক্তি বলে পরিচালিত হচ্ছে, অথচ কোটি কোটি গ্রহলোক সমন্বিত এই জড় জগৎ সমগ্র চিন্ময় জগতের কেবল চার ভাগের এক ভাগ মাত্র। অপর তিন ভাগ হচ্ছে অপ্রাকৃত জগৎ। আমরা আমাদের এই জগৎ সম্বন্ধেই প্রায় কিছুই জানি না, তা হলে অপ্রাকৃত জগতের কথা কিভাবে আমরা জানতে পারব? সেই জন্য সকল অনুমান বর্জন করে সশ্রদ্ধভাবে বৈদিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত আমাদের গ্রহণ করা উচিত।

এখানে পুনরায় চিরকালের জন্য ভগবানের সান্নিধ্য লাভের উপায়ের কথা বলা হয়েছে। সেই উপায় হচ্ছে দেহত্যাগের সময় অচঞ্চল চিত্তে ভক্তি সহকারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মন নিবদ্ধ করা। মৃত্যুর সময় মন খুব বিক্ষুব্ধ হয়, তাই সারা জীবন যে কোন যোগের পন্থার দ্বারা ভগবানকে স্মরণের অভ্যাস করতে হয়। এখানে অষ্টাঙ্গ-যোগের মাধ্যমে আজ্ঞা-চক্রে (ভ্রূর মধ্যে) চিত্ত স্থির করার কথা বলা হয়েছে। তবে এই সব পন্থা খুব সহজসাধ্য নয়, পক্ষান্তরে ভগবানের প্রতি প্রেমাবিষ্ট শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত পরম পুরুষোত্তম ভগবানের কৃপায় মৃত্যুর চরম মুহূর্তেও তাঁকে স্মরণ করতে সমর্থ হন।

শ্লোক ১১-১৩

যাঁরা বেদতত্ত্বজ্ঞ, যাঁরা ওঙ্কার উচ্চারণ করেন এবং যাঁরা বিষয়বিরক্ত সন্ন্যাসী, তাঁরা ব্রহ্মে প্রবেশ করেন। ব্রহ্মচারীগণ এই পরম গতি লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করেন। কিভাবে এই পরম স্থিতি লাভ করা যায়, সংক্ষেপে তা তোমাকে বলব।

বিষয় থেকে সব কয়টি ইন্দ্রিয়-দ্বার সংযত করে, মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করে এবং প্রাণবায়ুকে ভ্রূর মধ্যে ধারণ করে যোগে স্থিত হতে হয়। এইভাবে যোগ অভ্যাসের

দ্বারা এই রকম স্থিতি লাভ করে পবিত্র ওঙ্কার উচ্চারণ করতে করতে কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তা হলে তিনি পরমা গতি লাভ করেন।

বিশ্লেষণ

ওঁ শব্দ হচ্ছে অক্ষর বা ব্রহ্ম; তা ভগবান থেকে অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে ওঁ হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ নাম। সর্বত্যাগী মহাত্মাগণ যোগাভ্যাসের মাধ্যমে প্রাণবায়ুকে ভ্রূর মধ্যে ধারণ করে দেহত্যাগকালে ওঙ্কার উচ্চারণ করতে করতে ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করেন।

এই জন্য বৈদিক শিক্ষাধারায় প্রথম থেকে বিদ্যার্থীদের ব্রহ্মচর্য পালন করে ওঙ্কার উচ্চারণের শিক্ষা দেওয়া হত। বর্তমানে অস্থির যুগে সেই পন্থা অবলম্বন করা খুব কঠিন। পৃথিবী জুড়ে জ্ঞানচর্চার কত কেন্দ্র রয়েছে, কিন্তু তার একটিতেও শিক্ষার্থীদের ব্রহ্মচর্য পালনের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি দেওয়া হয় না।

অশান্ত এই যুগে তাই আমাদের মহাবদান্য অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা অনুসরণ করে কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রেও ওঙ্কার ধ্বনি নিহিত আছে। এই দিব্যনাম উচ্চারণ করতে করতে দেহত্যাগ করলে ভক্ত বৈকুণ্ঠ বা গোলোক বৃন্দাবনে উন্নীত হন। অন্যদিকে নির্বিশেষবাদী যোগী দেহান্তে ব্রহ্মজ্যোতিতে স্থিত হন।

● ভগবান অনন্যচিত্ত ভক্তের কাছে সুলভ

শ্লোক ১৪

হে পার্থ! যিনি অনন্যচিত্ত হয়ে কেবল আমাকেই নিরন্তর স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত ভক্তযোগীদের কাছে আমি সুলভ হই।

বিশ্লেষণ

পরম পুরুষ ভগবানের সেবায় নিরন্তর যুক্ত থেকে শুদ্ধ ভক্তগণ যে ভগবানকে সহজে লাভ করতে পারেন, এই শ্লোকে তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। পূর্বে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগের কথা বলা হয়েছে। যদিও এই সব যোগে কিছুটা ভক্তিভাব থাকে, কিন্তু তা শুদ্ধ ভক্তি নয়।

এখানে বিশুদ্ধ ভক্তিযোগের কথা বর্ণিত হয়েছে। শুদ্ধ ভক্ত অনন্যচেতা, অর্থাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া আর কিছু চান না। তিনি স্বর্গাদি উচ্চলোকেও যেতে চান না, এমন কি মুক্তিও কামনা করেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান ছাড়া তাঁর আর কোন অভিলাষ নেই। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* বলা হয়েছে

যে, জগতে সকলেই অশান্ত, কেবল কৃষ্ণভক্ত শান্ত, কেন না তিনি নিষ্কাম। কৃষ্ণসেবাভিলাষ ছাড়া তাঁর আর অন্য কোন বাসনা নেই, পক্ষান্তরে অন্য সকলে কেবল নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও ভোগকামনা পূরণের চেষ্টা করে, ফলে তারা কেউ প্রকৃত শান্তি লাভ করতে পারে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অসংখ্য প্রকাশ ও অবতার-রূপ রয়েছে, যেমন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীনৃসিংহদেব প্রভৃতি। শুদ্ধ ভক্ত এঁদের কোন একটি রূপের প্রতি আসক্ত হন এবং অনন্যচিত্তে তাঁর সেবায় রত হন।

ভগবান অত্যন্ত কৃপাময়, তিনি তাঁর প্রতি শরণাগত ভক্তকে সব সময় রক্ষা করেন। ভগবদ্গীতায় তিনি বলছেন যে, তিনি তাঁর ভক্তদের এমনভাবে বুদ্ধিযোগ দান করেন *(দদামি বুদ্ধিযোগং তম্)* যাতে সেই ভক্ত তাঁকে পেতে পারেন।

ভগবদ্গীতায় ভক্তিযোগকে শ্রেষ্ঠ যোগ বলা হয়েছে। শুদ্ধ ভক্ত সদাসর্বদা ও নিয়মিতভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, আর এই ঐকান্তিক ভক্তির ফলে ভগবান ভক্তিযোগীর কাছে সুলভ। ভক্তিযোগী সাধারণত পাঁচভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন—(১) **শান্ত ভক্ত**—নিরপেক্ষ ও উদাসীনভাবে ভগবানের সেবা করেন, (২) **দাস্য ভক্ত**—ভগবানকে প্রভু জ্ঞান করে দাসভাবে সেবা করেন। (৩) **সখ্য ভক্ত**—ভগবানের সখারূপে সেবা করেন। (৪) **বাৎসল্য ভক্ত**—পিতা বা মাতারূপে ভগবানের সেবা করেন। (৫) **মধুর রসাশ্রিত ভক্ত**—প্রেয়সীরূপে ভগবানের সেবা করেন।

শুদ্ধভক্ত এই সব সম্পর্কের কোন একটির মাধ্যমে সর্বক্ষণ ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ভগবানকে ভুলতে পারেন না। ভগবানও তাঁর অনন্যচিত্ত ভক্তকে ক্ষণকালও বিস্মৃত হন না। সকলেই কৃষ্ণভাবনামৃতের এই পরম সুফল লাভ করতে পারেন নিরন্তর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তনের মাধ্যমে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

*পাঁচরকম ভক্তের উদাহরণ ঃ **শান্ত ভক্ত**—সনকাদি মুনিগণ; **দাস্য ভক্ত**—শ্রীরামচন্দ্রের সেবক হনুমান; **সখ্য ভক্ত**—শ্রীদাম, সুদামাদি শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ; **বাৎসল্য ভক্ত**—শ্রীনন্দ, মা যশোদা; **মধুর রসাশ্রিত ভক্ত**—শ্রীরাধিকা আদি গোপিকাগণ।

● ভগবানকে লাভ করলে আর দুঃখময় জগতে পুনর্জন্ম হয় না

শ্লোক ১৫-১৬

আমাকে লাভ করে ভক্তিপরায়ণ যোগী মহাত্মাগণ আর দুঃখের আলয়স্বরূপ এই নশ্বর অনিত্য জড় জগতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কারণ তাঁরা সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন।

হে অর্জুন! জড় জগতের নিম্নতম গ্রহলোক থেকে সর্বোচ্চ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সকল লোকই দুঃখক্লেশে পূর্ণ, কারণ সেখানে রয়েছে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন-চক্র। কিন্তু হে কৌন্তেয়! যিনি আমাকে প্রাপ্ত হন, তাঁর আর পুনর্জন্ম হয় না।

বিশ্লেষণ

এই জড় জগৎ বিনাশশীল এবং দুঃখের আলয়স্বরূপ। এখানে প্রতিটি জীবকেই প্রতিনিয়ত জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিরূপ দুঃখক্লেশে জর্জরিত হতে হয়। কিন্তু ভগবানের আলয় বা ভগবৎ-ধাম হচ্ছে সমস্ত দুঃখ-ক্লেশের অতীত। তাই যে সমস্ত শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর ভগবৎ-সেবায় তন্ময় থাকেন এবং সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য প্রার্থনা করেন, তাঁরা পরম গতিরূপ ভগবৎ-ধাম শ্রীগোলোক বৃন্দাবন লাভ করেন। ভগবৎ-ধাম হচ্ছে জড় সৃষ্টির অতীত এবং তাই তা মহাত্মাদের জীবনের পরম লক্ষ্য।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে সমস্ত জড় লোকসমূহের সঙ্গে তাঁর সেই অব্যক্ত চিন্ময় ধামের পার্থক্য প্রদর্শন করেছেন। মোহগ্রস্ত হয়ে আমরা এই জগৎকে খুব সুখের মনে করি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে দুঃখের আলয়। সূর্য, ইন্দ্রাদির স্বর্গলোক, এমন কি সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মলোকেও সকলেই জন্ম-মৃত্যুর দুর্নিবার চক্রের অধীন। সেজন্য যাঁরা মহাত্মা তাঁরা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অনুশীলন করে পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় হয়ে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন-চক্র হতে চিরতরে মুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যধামে প্রবেশ করেন, যেখানে গেলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না। জড় জগতে উচ্চলোকবাসীরাও মর্তে অধঃপতিত হতে পারেন, কিন্তু কৃষ্ণলোক প্রাপ্ত হলে আর এই জড় জগতে ফিরে আসতে হয় না।

● জড়া প্রকৃতির নশ্বরতা—ব্রহ্মার দিন-রাত্রি

শ্লোক ১৭-১৯

মানুষের গণনার এক সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়, এবং সমপরিমাণ সময়ে অর্থাৎ এক সহস্র চতুর্যুগে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়।

ব্রহ্মার দিনের সমাগমে সমস্ত জীবসত্তা অব্যক্ত অবস্থা থেকে অভিব্যক্ত হয়, এবং যখন ব্রহ্মার রাত্রির আগমন হয়, তখন সমস্ত জীব পুনরায় লয় প্রাপ্ত হয়ে অব্যক্ত অবস্থায় ফিরে যায়।

হে পার্থ! এইভাবে অসহায়ভাবে সমস্ত জড়দেহধারী জীব পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মার দিবাভাগে উৎপন্ন হয়ে রাত্রির আগমনে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

বিশ্লেষণ

জড় ব্রহ্মাণ্ডের স্থায়িত্বকাল সীমিত। 'কল্প' চক্রের আবর্তনের মাধ্যমে জড় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত থাকে। ব্রহ্মার একদিনে এক কল্প। এক কল্পে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এক হাজার বার আবর্তিত হয়। সত্যযুগে সদাচার ও ধর্মের প্রাধান্য—পাপ ও অজ্ঞানতা প্রায় নেই। এই যুগের স্থায়িত্ব ১৭,২৮,০০০ বছর। ত্রেতায় পাপের সূচনা হয়, এর স্থায়িত্ব হচ্ছে ১২,৯৬,০০০ বছর। দ্বাপরে ধর্ম হ্রাস পায়, অধর্মের অভ্যুত্থান হয়। এই যুগের স্থায়িত্ব ৮,৬৪,০০০ বছর। সবশেষে কলিযুগ, এই যুগে অজ্ঞানতা, অধর্ম, কলহ, পাপাচার প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়; এর স্থায়িত্ব হচ্ছে ৪,৩২,০০০ বছর।

এখন কলিযুগ চলছে এবং ৫০০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই যুগের শেষে অধর্ম এত বৃদ্ধি পায় যে, ভগবান কল্কিরূপে অবতীর্ণ হয়ে অসুর সংহার করেন এবং সত্যযুগের সূচনা করেন। এইভাবে যুগের আবর্তন চলতে থাকে। এক হাজার বার আবর্তনে ব্রহ্মার একদিন। এরকম একশ বছরে ব্রহ্মার আয়ু শেষ হয়। এই আয়ু অসীম বলে মনে হলেও নিত্যকালের তুলনায় তা বিদ্যুৎ-চমকের মতোই ক্ষণস্থায়ী। সমুদ্রের বুদ্‌বুদের মতো কারণ-সমুদ্রে অসংখ্য ব্রহ্মার প্রতিনিয়ত আবির্ভাব ও লয় হচ্ছে।

জীব বিমুগ্ধ হয়ে জড় জগতে থাকতে চায়, আর এখানে ব্রহ্মার দিনের শুরুতে তারা জড় শরীর লাভ করে ব্যক্ত হয়। রাত্রের শুরুতে তাদের জড় শরীর বিনষ্ট হয়, তারা শ্রীবিষ্ণুর দেহে স্থিত হয়ে কোটি কোটি বছর অব্যক্ত অবস্থায় থাকে। এই হচ্ছে জড় বন্ধন, যা অন্তহীন কাল ধরে চলতে থাকে। তাই যে সমস্ত জীব বুদ্ধিমান, তাঁরা ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনে নিয়োজিত হয়ে, সর্বদা *হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ*

কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র কীর্তন করেন। এইভাবে তাঁরা এমনকি এই জন্মের শেষেই দিব্যলোক শ্রীকৃষ্ণধামে প্রবেশ করতে পারেন, এবং সেখানে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তনহীন নিত্য সচ্চিদানন্দময় জীবন লাভ করেন।

● ভগবানের শ্রেষ্ঠ, অবিনাশী চিন্ময় প্রকৃতি

শ্লোক ২০-২১

এ ছাড়াও আর একটি অব্যক্ত প্রকৃতি রয়েছে যা সনাতন এবং এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত চরাচর, জড়-সৃষ্টির অতীত। ওই প্রকৃতি শ্রেষ্ঠ এবং চির অবিনাশী। যখন সমগ্র জড় জগৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখনও তা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

বেদতত্ত্ববিদ্‌গণ তাকে অব্যক্ত, অক্ষর এবং পরম গতিস্বরূপ বলে বর্ণনা করেন। এটি এমন স্থান, যেখানে একবার গেলে আর কেউ ফিরে আসে না। সেই হচ্ছে আমার পরম ধাম।

বিশ্লেষণ

সপ্তম অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণের দুটি প্রকৃতি রয়েছে—**পরা** ও **অপরা**। নিকৃষ্টা অপরা জড়া প্রকৃতি ব্রহ্মার দিনে ব্যক্ত হয়, রাত্রে অব্যক্ত হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের পরা বা শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি গুণগতভাবে জড়া প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এই প্রকৃতি চিন্ময় ও নিত্য, তা কখনও ধ্বংস হয় না, যদিও কালের প্রভাবে ভূলোক থেকে ব্রহ্মলোক—সমস্ত জড় ব্রহ্মাণ্ডসমূহ একদিন ধ্বংস হয়ে যায়।

শ্রীকৃষ্ণের পরা প্রকৃতি-সম্ভূত পরম ধাম কিন্তু কোন কালেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। প্রকৃতপক্ষে তা কালের প্রভাবহীন। *ব্রহ্মসংহিতায়* শ্রীকৃষ্ণের দিব্য ধামকে বলা হয়েছে 'চিন্তামণি ধাম'। শ্রীগোলোক বৃন্দাবনের প্রাসাদসমূহ চিন্তামণি দিয়ে তৈরি। সেখানকার বৃক্ষগুলি 'কল্পবৃক্ষ', তা চাওয়ামাত্র কেবলই ফল নয়, যে কোন খাদ্য দান করে। সেখানে যে গাভীগুলি রয়েছে, তাদের বলা হয় সুরভী, তারা যে কোন সময় অপরিমেয়, সুস্বাদু ও সুরভিত দুধ দিতে পারে।

এই গোলোক বৃন্দাবন ধামে সাক্ষাৎ বিরাজিত ভগবানকে বলা হয় সর্বকারণের কারণস্বরূপ আদিপুরুষ গোবিন্দ, যিনি শত শত লক্ষ্মীদেবী দ্বারা নিরন্তর সেবিত হচ্ছেন। তিনি নিরন্তর বেণুবাদন করেন *(বেণুং ক্বণন্তম্)*। তাঁর শ্রীবিগ্রহ ত্রিজগৎকে আকৃষ্ট করে, তাঁর আঁখিদুটি কমলদলের মতো, আর তাঁর সুন্দর শ্রীবিগ্রহের কান্তি

নবোদিত মেঘের মতো নীলাভ। তিনি স্বর্ণাভ হলুদ বর্ণ বসন পরিধান করেন, তাঁর গলদেশে বৈজয়ন্তীমালা শোভমান, ময়ূরপুচ্ছ তাঁর শিরোভূষণ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলোকসমূহের মধ্যেও সর্বোচ্চলোক গোলোক বৃন্দাবন সম্বন্ধে একটু আভাস মাত্র দান করেছেন। ব্রহ্মসংহিতায় এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণের ধাম অভিন্ন—উভয়ই চিন্ময়। ভারতের শ্রীবৃন্দাবন ধাম অপ্রাকৃত জগতের বৃন্দাবন ধামেরই প্রতিরূপ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে অবতীর্ণ হয়ে তাঁর আনন্দময় নিত্যলীলা প্রকটিত করেছেন।

● ভগবান কেবল অনন্য ভক্তির দ্বারা লভ্য

শ্লোক ২২

হে পার্থ! যাঁর থেকে শ্রেষ্ঠতর আর কেউ নেই, সেই পরম পুরুষ ভগবানকে কেবল অনন্য ভক্তির দ্বারাই লাভ করা যায়। যদিও তিনি তাঁর ধামে নিত্য বিরাজমান, তবুও তিনি সর্বব্যাপ্ত এবং সব কিছু তাঁরই মধ্যে স্থিত।

বিশ্লেষণ

সেই পরম ধাম হচ্ছে পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের, এখানে তা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। *ব্রহ্মসংহিতায়* সেই পরম ধাম শ্রীকৃষ্ণলোককে বলা হয়েছে আনন্দ-চিন্ময়রস। সেখানে সব কিছু চিন্ময় আনন্দরসে পূর্ণ। সেখানে অন্তহীন বৈচিত্র্যের অভিব্যক্তি রয়েছে, কিন্তু সেই সবই পরম আনন্দময়—কোন কিছুই জড় নয়। সেখানকার সমস্ত বৈচিত্র্য স্বয়ং ভগবানেরই দিব্য আত্মবিস্তার, কারণ চিন্ময় জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যের প্রকাশ হয় ভগবানের পরা প্রকৃতি বা **অন্তরঙ্গা শক্তির** মাধ্যমে। ভগবান নিত্যধামে অধিষ্ঠিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সর্বব্যাপ্ত। পরা ও অপরা শক্তির প্রভাবে তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত রয়েছেন।

এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কেবল ভক্তির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের পরম ধাম বা অগণিত বৈকুণ্ঠলোকসমূহে প্রবেশ করা যায়। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, সর্বোচ্চ পরম ধামে কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরম পুরুষরূপে নিত্যকাল বিরাজ করছেন। কিন্তু তিনি নিজেকে লক্ষ লক্ষ অংশ-প্রকাশ রূপেও বিস্তৃত করেন। একটি বৃক্ষ যেমন একস্থানে দাঁড়িয়ে থেকেও নিয়ত ফুল, ফল, পাতা সৃষ্টি করে, তেমনই শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন বিগ্রহ-প্রকাশে নিজেকে বিস্তৃত করেন।

তাঁর যে সমস্ত অংশ-প্রকাশ বৈকুণ্ঠলোকসমূহের অধিপতি, তাঁরা সকলেই

চতুর্ভুজ এবং তাঁদের বিভিন্ন নাম রয়েছে, যেমন—পুরুষোত্তম, ত্রিবিক্রম, কেশব, মাধব, অনিরুদ্ধ, হৃষীকেশ, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, শ্রীধর, বাসুদেব, দামোদর, জনার্দন, নারায়ণ, বামন, পদ্মনাভ ইত্যাদি।

ভগবান শ্রীগোলোক বৃন্দাবনে নিত্য বিরাজমান, তবু তিনি সর্বব্যাপক। তাঁর অনন্ত শক্তি রয়েছে (*পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে*)। এই সব সর্বব্যাপক শক্তির সাহায্যে তিনি মহাজগৎ-সমূহের সুষ্ঠু ও নিখুঁত পরিচালনা করে চলেছেন।

● দেহত্যাগের বিভিন্ন কাল

শ্লোক ২৩-২৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! যে কালে মৃত্যুবরণ করলে যোগীদের মোক্ষ লাভ অথবা আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়, তা এখন আমি তোমাকে বলব।

ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিগণ অগ্নিদেব ও জ্যোতির প্রভাবাধীন সময়ে, শুভদিনে, শুক্লপক্ষে ও উত্তরায়ণ কালে দেহত্যাগ করে ব্রহ্মকে লাভ করেন।

যে সমস্ত যোগী ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ অথবা দক্ষিণায়নের ছয়মাস কালে দেহত্যাগ করে চন্দ্রলোকে গমন করেন, তাঁরা সেখানে তাঁদের কর্মফল অনুসারে কিছুকাল সুখভোগ করেন। কিন্তু তারপর তাঁদের আবার মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়।

বিশ্লেষণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যাঁরা অনন্য ভক্ত, যাঁরা পরিপূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত, তাঁরা মৃত্যুকাল নিয়ে চিন্তা করেন না। ভগবানের কৃপায় তাঁরা স্বচ্ছন্দে আনন্দের সঙ্গে ভগবৎ-ধামে ফিরে যান। কিন্তু যারা কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি অনুসরণ করেন, সেই সব যোগীদের উপযুক্ত সময়ে দেহত্যাগ করতে হয়, তা না হলে আবার ফিরে আসতে হয় এবং জন্ম-মৃত্যুর আবর্তের অধীন হতে হয়। সিদ্ধ যোগীরাই একমাত্র সঠিক কালে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করতে পারেন, অন্যান্য যোগী তা পারেন না।

অগ্নি, জ্যোতি, দিন, শুক্লপক্ষ প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা দেবতা রয়েছেন, যাঁরা জীবাত্মার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করেন। তাই সাধন বলেই হোক বা দৈবক্রমে হোক, এখানে উল্লিখিত শুভক্ষণগুলিতে দেহত্যাগ হলে যোগীগণ নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিতে প্রবেশ করতে পারেন।

কিন্তু যে ভক্ত কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করে কৃষ্ণভাবনাময় হয়েছেন, তাঁর শুভ বা অশুভ—যখন যেভাবে মৃত্যু হোক, তিনি ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করেন। তাঁকে আর এই জরা-মরণশীল জগতে ফিরে আসতে হয় না।

শ্লোক ২৬-২৭

বৈদিক মতানুসারে এই জগৎ হতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার দুটি মার্গ রয়েছে—একটি হচ্ছে শুক্ল, অপরটি কৃষ্ণ। শুক্লমার্গে দেহত্যাগ করলে এই জড় জগতে আর ফিরে আসতে হয় না, কিন্তু কৃষ্ণমার্গে দেহত্যাগ করলে আবার ফিরে আসতে হয়।

হে অর্জুন! যদিও ভক্তগণ এই দুটি পথ সম্বন্ধেই জানেন, তবু তাঁরা মোহগ্রস্ত (উদ্বিগ্ন) হন না। তাই হে অর্জুন! তুমি সর্বদা অবিচলিতভাবে ভক্তিযোগে যুক্ত হও।

বিশ্লেষণ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এখানে উপদেশ দিচ্ছেন যে, দেহত্যাগের কালাদি নিয়ে দুশ্চিন্তা করার বা বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সুদৃঢ় নিষ্ঠা ও বিশ্বাস সহকারে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করা ও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করাই হচ্ছে ভক্তের একমাত্র কর্তব্য। এইভাবে ভগবৎ-সেবাপর অনন্যচিত্ত ভক্ত নিশ্চিতভাবেই ভগবৎ-ধামে প্রবেশ করে থাকেন।

কিন্তু যাঁরা শুষ্ক জ্ঞান চর্চায় আর সকাম কর্মে অনন্তকাল মগ্ন রয়েছেন, তাঁরা সব সময়ই এই সংসারে গমনাগমন করছেন। *ছান্দোগ্য উপনিষদে* (৫/১০/৩-৫) তা বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে শরণাগত হতে অনিচ্ছুক, তাই তাঁরা যথার্থ মুক্তিও লাভ করতে পারেন না।

● ভক্তিযোগীর সমস্তই লভ্য

শ্লোক ২৮

বেদপাঠ, যজ্ঞ সম্পাদন, তপশ্চর্যা, দান প্রভৃতি জ্ঞান-কর্মময় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে পুণ্যফল লাভ হয়, যিনি ভক্তিযোগ অবলম্বন করেন, তিনি কেবল ভক্তিচর্চার মাধ্যমেই সেই সব ফল লাভ করে থাকেন—কিছু থেকেই বঞ্চিত হন না। উপরন্তু ভক্তিযোগী জীবনান্তে শাশ্বত পরম ধাম প্রাপ্ত হন।

বিশ্লেষণ

এই শ্লোকটি সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ের সারমর্ম-স্বরূপ। এখানে বিশেষভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত ও ভক্তিযোগ আলোচিত হয়েছে। বৈদিক ব্যবস্থা অনুসারে বালক বয়স থেকে শ্রীগুরুদেবের তত্ত্বাবধানে বেদ অধ্যয়ন, চরিত্রগঠন এবং নানা তপস্যা ও ব্রতাদি অনুশীলন করতে হয়। তারপর গার্হস্থ্য আশ্রম, সেখানেও কঠোর শাস্ত্রবিধি অনুসারে যজ্ঞ, দানাদি অনুষ্ঠান করতে হয়। এরপর বানপ্রস্থ আশ্রম, তখন গৃহত্যাগ করে বনে গমনপূর্বক গাছের ছাল পরিধান করে নানা তপস্যা করতে হয়।

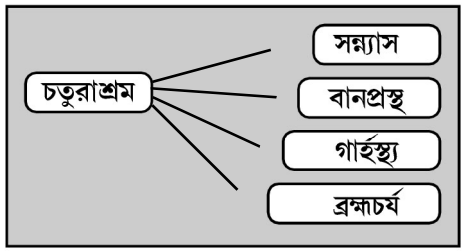

সবশেষে সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করতে হয়।

এইভাবে আজীবন শাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনের মাধ্যমে বহু প্রয়াসের পর উচ্চলোক বা মোক্ষ লাভ করা যায়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত এতই চমৎকার যে, কেবল একটি সাধন-পন্থার সাহায্যে অনায়াসে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডের ফল লাভ করা যায়।

সঠিকভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করতে হলে কৃষ্ণভক্তের কাছ থেকে ভগবদ্‌গীতা শুনতে হয়। এর জন্য প্রথম কাজই হচ্ছে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের সন্ধান করা। এই রকম ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করে তাঁর নিকট থেকে ভগবৎ-কথা শ্রবণ করতে হয়। সাধু-সঙ্গের প্রভাবে হৃদয়ে ভগবানের সেবা করার প্রেরণা আসে। তারপর ভগবৎ-সেবার ফলে ক্রমশ শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর প্রভৃতি হৃদয়ে স্ফুরিত হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ লাভ হয়। ক্রমশ সেই প্রেমানুরাগ পূর্ণতা লাভ করে। অবশেষে ভক্ত পরব্যোমে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের নিত্য আনন্দময় ধাম গোলোক বৃন্দাবনে প্রবেশ করেন এবং চিরকালের জন্য সুখী আনন্দময় জীবন লাভ করেন।

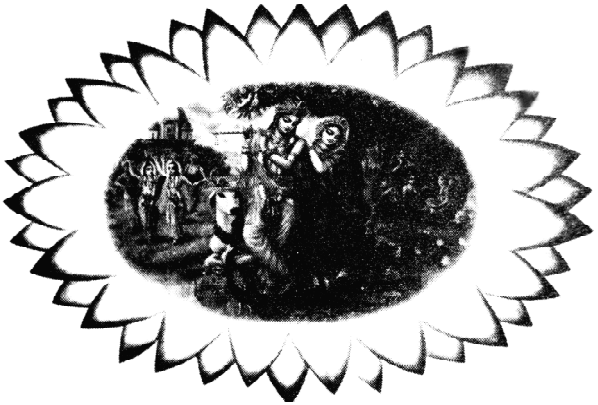

জড় জগৎ ও ভগবদ্ধাম ঃ তুলনা

জড় জগৎ (*Material World*)	ভগবদ্ধাম (*The abode of the Supreme Lord*)
❑ *দুঃখালয়ম্; অসুখম্* (৯/৩৩) ঃ জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি, ভয়-শোক, কলহ, যুদ্ধ প্রভৃতি নানা ত্রিতাপ ক্লেশের আলয়।	❑ আনন্দময় ঃ ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রীতিময় সম্পর্কজাত শুদ্ধ আনন্দে পূর্ণ।
❑ *অশাশ্বতম্* — অনিত্য, ধ্বংসশীল; *অনিত্য* (৯/৩৩)।	❑ শাশ্বত, পরিবর্তনহীন, ক্ষয়হীন (অক্ষর- ৮/২১), *অবিনাশী* (৮/২৫), *সনাতন* (৮/২০)।
❑ জড়া প্রকৃতির দ্বারা অভিব্যক্ত।	❑ পরা প্রকৃতি বা অজড় চিন্ময় প্রকৃতির দ্বারা অভিব্যক্ত।
❑ শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি থেকে উদ্ভূত।	❑ শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি হতে প্রকাশিত।
❑ পর্যায়ক্রমিকভাবে বারবার ব্যক্ত ও অব্যক্ত হয়, সৃষ্ট ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়।	❑ সৃষ্টি-লয়-সমন্বিত ব্যক্ত-অব্যক্ত জগতের অতীত, সনাতন (*ব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ*); কোন সৃষ্টি বা ধ্বংসের প্রশ্ন নেই, শাশ্বত কাল ধরে বিরাজমান।
❑ প্রগাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন; তাই এটি — আলোকিত করতে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাদির ব্যবস্থা রয়েছে।	❑ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-নিঃসৃত ব্রহ্মজ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত; তাই সেখানে সূর্য, চন্দ্র বা বিদ্যুতের আলোকের প্রয়োজন হয় না (*ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ*)।

❑ জীবের অস্থায়ী কারাগার বিশেষ।	❑ জীবের আপন আলয় — নিত্য, পরম, আদি স্থান (***Supreme, eternal abode***)।
❑ জড়াপ্রকৃতির ত্রিগুণের প্রভাবে আশ্লিষ্ট।	❑ সমস্ত জড়গুণের অতীত, অ-প্রাকৃত (*পরস্তস্মাৎ তু ভাবোঽন্যো*), ব্রহ্মভূত।
❑ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে পৃথিবী হতে ব্রহ্মলোক—সমস্ত লোকের সমস্ত জীব ক্লেশকর জন্ম-মৃত্যু আবর্তন চক্রে আবর্ত্তিত।	❑ জন্ম-মৃত্যুর আবর্তন চক্র নেই। প্রত্যেকের জীবন নিত্য-শাশ্বত, জন্ম-মৃত্যু রহিত।
❑ জড়ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন উর্ধ্বলোক, স্বর্গাদি দেবলোক থেকেও আবার মর্ত্যে ফিরে আসতে হয় (*ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি*)।	❑ একবার ভগবদ্ধামে কৃষ্ণলোকে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না — *যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে। মামুপেত্য (আমাকে লাভ করলে) তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে*।
❑ অধিবাসীগণ মায়া বিমোহিত, বদ্ধ, অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন।	❑ অধিবাসীগণ মায়াতীত, পূর্ণ জ্ঞানময়, মুক্ত।
❑ অধিবাসীগণ পরস্পর ঈর্ষা, কাম, কলহ, মৎসরাদি ভাবের দ্বারা অভিভূত, কৃষ্ণবিস্মৃত। 'ভদ্রলোকের বাসস্থান নয়' (শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর)।	❑ অধিবাসীগণ নির্মৎসর, নিষ্কাম, পরস্পরের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি-সম্পন্ন। সকলেই শুদ্ধ প্রেমে ভগবানের আনন্দবিধানে পূর্ণ তৎপর, পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময়।
❑ স্থূল ও সূক্ষ্ম নানা জড় উপাদানে নির্মিত, নশ্বর।	❑ সম্পূর্ণ অ-জড়, চিন্ময়, অবিনশ্বর।
❑ অশুভ (৯/৩৩)।	❑ সম্পূর্ণ শুভ, কলুষরহিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার 'অক্ষরব্রহ্ম-যোগ' নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

এই অধ্যায়ের কয়েকটি নির্বাচিত শ্লোক ঃ

১

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। —শ্লোক ৫

২

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥

মৃত্যুর সময় যিনি যে ভাব স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন, তিনি সেইভাবে ভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন। —শ্লোক ৬

৩

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ॥

অতএব, হে অর্জুন! সর্বদা আমাকে স্মরণ করে তোমার স্বভাব বিহিত যুদ্ধ কর, তা হলে আমাতে তোমার মন ও বুদ্ধি অর্পিত হবে এবং নিঃসন্দেহে তুমি আমাকেই লাভ করবে। —শ্লোক ৭

৪

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

হে পার্থ! যিনি একাগ্রচিত্তে কেবল আমাকেই নিরন্তর স্মরণ করেন, আমি সেই নিত্যযুক্ত ভক্তিযোগীর কাছে সুলভ হই। —শ্লোক ১৪

৫

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥

মহাত্মাগণ, ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না, কারণ তাঁরা সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন।
—শ্লোক ১৫

৬

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

হে অর্জুন! এই ভুবন থেকে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে লাভ করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। —শ্লোক ১৬

৭

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎসর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্॥

ভক্তিযোগ অবলম্বন করলে তুমি কোন ফলেই বঞ্চিত হবে না। বেদপাঠ, যজ্ঞ অনুষ্ঠান, তপস্যা, দান ইত্যাদি যত প্রকার জ্ঞান ও কর্ম আছে, সেই সমুদয়ের যে ফল, তুমি তা ভক্তিযোগ দ্বারা লাভ করে আদি ও পরম ধাম প্রাপ্ত হও।

—শ্লোক ২৮

অনুশীলনী—৮

১। সত্য-মিথ্যা নিরূপণ করুন ঃ

- ☐ ক) ভগবৎ-ধাম জড়া প্রকৃতি দ্বারা নির্মিত।
- ☐ খ) ব্রহ্মলোকে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না।
- ☐ গ) মৃত্যুকালে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করার মাধ্যমে নিত্য সচ্চিদানন্দময় জীবন লাভ করা যায়।
- ☐ ঘ) দিব্যধাম শ্রীকৃষ্ণলোক জড়া প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট।
- ☐ ঙ) মৃত্যুকালে কেবল ওঁকার উচ্চারণ করলে শ্রীকৃষ্ণলোক লাভ করা যায়।

২। বন্ধনীর ভিতর থেকে সঠিক উত্তর নির্বাচন করে শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক) ব্রহ্মার একদিনে _____ (এক যুগ/এক মন্বন্তর/এক কল্প)।

খ) ব্রহ্মার রাত্রিতে জীবকুল অবস্থান করে _____ (ব্রহ্মার দেহে/শ্রীবিষ্ণুর দেহে/শ্রীকৃষ্ণের দেহে)।

গ) অন্তহীন কাল ধরে অসংখ্য ব্রহ্মার উদয় ও লয় হচ্ছে ———— (কারণ-সমুদ্রে/আটলান্টিক সমুদ্রে/ক্ষীরসমুদ্রে)।

ঘ) শ্রীবৃন্দাবনে গাভীর নাম হচ্ছে ———— (কামধেনু/সুরভী/সুরধনী)।

ঙ) এই পৃথিবীতে যে বৃন্দাবন ধাম রয়েছে, তা হচ্ছে ———— (চিৎজগতের/বৈকুণ্ঠলোকের/গোলোক ধামের) প্রতিরূপ।

চ) চিন্ময় জগতের অনুপম বৈচিত্র্যসমূহ প্রকাশিত হয় ভগবানের ———— (অন্তরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে/অপরা শক্তির মাধ্যমে/তটস্থা শক্তির মাধ্যমে)।

৩। সংক্ষেপে উত্তর দিন ঃ

ক) অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব কাকে বলে?

খ) জড় শরীরের ছয় প্রকার পরিবর্তন কি কি?

গ) ব্রহ্মার দিন ও রাত্রির সময়কাল মানুষের গণনায় কত?

ঘ) জীবজগতের ব্যক্ত ও অব্যক্ত অবস্থা বলতে কি বোঝায়?

ঙ) চারটি যুগ কি কি? তাদের প্রতিটির বৈশিষ্ট্য ও স্থায়িত্ব কাল বর্ণনা করুন।

চ) ভরত মহারাজের দৃষ্টান্তের মাধ্যমে কি বোঝানো হয়েছে?

ছ) ওঙ্কার কি?

জ) শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে কেবল কৃষ্ণভক্তকে নিষ্কাম কেন বলা হয়েছে?

ঝ) কলিযুগের শেষে ভগবান কেন আবির্ভূত হন? সেই অবতারে তাঁর নাম কি?

৪। যথাযথ উত্তর দিন ঃ

ক) জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া এবং ভগবৎ-ধামে ফিরে যাওয়ার একমাত্র উপায় কি? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উপদেশ অনুসারে কেমনভাবে ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা উচিত?

খ) মৃত্যুকালে ভগবানকে স্মরণ করলে কি হয়? স্মরণ না করলে কি হয়? কিভাবে জীবন যাপন করলে মৃত্যুকালে তাঁকে স্মরণ করা সম্ভব?

গ) কর্তব্য কর্ম করা এবং সেই সাথে ভগবানকে স্মরণ করার জন্য অর্জুনের প্রতি ভগবানের উপদেশটি কি? কিভাবে অবিরাম তাঁকে স্মরণের মাধ্যমে ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়? এই বিষয়ে শুঁয়োপোকার দৃষ্টান্তটি কি?

ঘ) ভগবদ্গীতা অনুসারে প্রমাণ করুন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একজন সাধারণ মানুষমাত্র নন।

ঙ) কাদের কাছে ভগবান সুলভ—অর্থাৎ কারা তাঁকে সহজে লাভ করতে পারেন? কারা তা পারে না?

চ) একজন শুদ্ধ ভক্তের চিন্তাধারা ও কাজকর্ম কেমন?

ছ) পাঁচ রকম ভক্ত কি কি? তাঁদের বৈশিষ্ট্য লিখুন এবং প্রত্যেক ধরনের ভক্তের অন্ততঃ একটি করে উদাহরণ দিন।

জ) ভগবান ১৫-১৬ শ্লোকে এই জগৎকে কেমন স্থান বলেছেন? কেন? এর থেকে উদ্ধারের উপায় কি?

ঝ) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য আবাস গোলোক বৃন্দাবনের বর্ণনা দিন।

ঞ) কেন একজন কৃষ্ণভক্তের দেহত্যাগের দিনক্ষণ নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার প্রয়োজন নেই?

ট) ভক্তিযোগ অনুশীলন কিভাবে শুরু হয়? কিভাবে তা পূর্ণতার স্তর লাভ করে?

ঠ) এই অধ্যায়ের যে কোন ৫টি শ্লোক মুখস্থ বলুন।